সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

সরকারের কৃষি অনুকূল নীতি ও কৌশল গ্রহণের ফলে কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। বিশ্বব্যাপী করোনা দুর্যোগের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা বাঁধাগ্রস্ত হয়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশকে তেমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্লান-২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সময়ে কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতিতে কৃষি খাতে এ যাবৎকালের অর্জিত সাফল্যকে ধরে রেখে ভবিষ্যতের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি সময় উপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪৬৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৪৬৬.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৯.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। তবে বেসরকারি খাতে মোট ২৭.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ২৪.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২৮,৩৯১ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৯,৫৩০.২৫ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬৮.৭৯ শতাংশ। করোনার প্রভাব মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ৯,৫০০ কোটি টাকা এবং বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে যার লক্ষ্যমাত্রা ৪৬.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে সরকারি পর্যায়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩১.১৬ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান প্রায় ১১.৫০ শতাংশ। আবাদি জমি হ্রাস, বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং করোনা মহামারির অভিঘাত সত্ত্বেও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ সময় বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে চতুর্থ স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে, ফলে দেশে খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে ২০২১ সালে এবং বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ২০২২ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করার মাধ্যমে কৃষি গবেষণাকে মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ স্বীকৃতি কৃষি গবেষণা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টিমান সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে সরকার সময়োপযোগী নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০, দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্লান-২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে উন্নত এবং প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং এর দ্রুত সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রণোদনা প্রদান, বিনামূল্যে ও ভর্তুকিমূল্যে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ কৃষকদের মাঝে সরবরাহ এবং সারসহ কৃষি উপকরণে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সে সাথে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, নতুন শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, ট্রান্সজেনিক ফসল উৎপাদন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়ন এবং সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশী ফলের উন্নত জাত সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশে চাষ উপযোগী বিদেশী ফল, যেমন ত্বীন, ড্রাগন, এভ্যোকাডো, আরবী খেজুর, রামবুটান, পার্সিমন এর চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় কফি, কাজুবাদাম চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পতিত জমির ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মৌসুমি পতিত জমিকে আবাদের আওতায় এনে উৎপাদন বৃদ্ধি, বসতবাড়িসহ অন্যান্য পতিত জায়গায় সবজি ও ফল বাগান সৃজন ও শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জায়গা চাষের আওতায় আনয়ন ও পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ৩২টি করে সবজি-পুষ্টি বাগান সৃজন হচ্ছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে আরও ১০০টি করে পারিবারিক পুষ্টি বাগান সৃজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সকল গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছেন তাদেরকে পারিবারিক পুষ্টি বাগানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির প্রভাব, অতি বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে নিয়মিত কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানসহ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার পাশাপাশি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি, সার-বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণে প্রণোদনা ও সহায়তা কার্ড, সেচের মূল্য হ্রাস, হ্রাসকৃত ভাড়ায় কৃষিপণ্য পরিবহন, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা, স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে বিশেষ কৃষি ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছে ৪৪৩.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ৩২.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৪৪.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৯৮.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪৬৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আউশ ৩৪.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৫০.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২০৯.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১২.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.১ এবং লেখচিত্র ৭.১-এ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
আউশ	২৩.২৮	২২.৮৯	২১.৩৪	২৭.০৯	২৯.২০	৩০.১২	৩২.৮৫	৩৪.৮৪
আমন	১৩১.৯০	১৩৪.৮৩	১৩৬.৫৬	১৩৯.৯৪	১৪০.৫৫	১৫৫.০২	১৪৪.৩৮	১৫০.৪৭
বোরো	১৯১.৯২	১৮৯.৩৮	১৮০.১৬	১৯৫.৭৬	২০৩.৮৯	২০১.৮১	১৯৮.৮৫	২০৯.৫১
মোট চাল	**৩৪৭.১০**	**৩৪৭.১০**	**৩৩৮.০৬**	**৩৬২.৭৯**	**৩৭৩.৬৩**	**৩৮৬.৯৫**	**৩৭৬.০৮**	**৩৯৪.৮১**
গম	১৩.৪৮	১৩.৪৮	১৩.১২	১১.৫৩	১১.৪৮	১২.৪৬	১০.৮৫	১২.২৬
ভুট্টা	২৩.৬১	২৭.৫৯	৩৫.৭৮	৩৮.৯৩	৪৬.৯৯	৫৪.০২	৫৬.৬৩	৫৮.৭৫
মোট	**৩৮৪.১৯**	**৩৮৮.১৭**	**৩৮৬.৯৬**	**৪১৩.২৫**	**৪৩২.১১**	**৪৫৩.৪৪**	**৪৪৩.৫৬**	**৪৬৫.৮৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয় * লক্ষ্যমাত্রা।

লেখচিত্র: ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

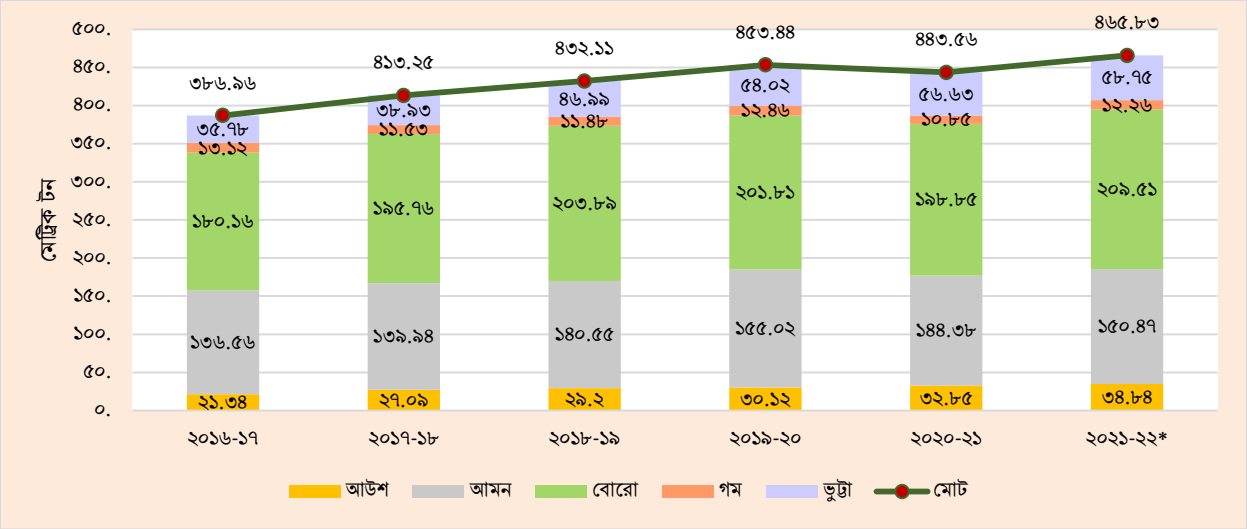

* লক্ষ্যমাত্রা।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধুমাত্র বোরো ও আমন ফসল থেকে ১৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল এবং গত গম সংগ্রহ মৌসুমে প্রায় ১.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৯.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। তন্মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ১৩.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৭.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৬.০১ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) প্রকৃত খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৬.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৪.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন)। বেসরকারি খাতে একই সময়ে আমদানির পরিমাণ ২৭.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২৪.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন)। ফলে সার্বিকভাবে দেশে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ৩৮.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৯.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২৮.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন)।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা (monetised) আকারে যেমন- ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি (ইপি), আদারস প্রায়োরিটি (ওপি), বৃহৎ জনবল (এল.ই) ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ত্রাণমূলক (non-monetised) খাতে যেমন-কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (TR), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ভালনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন (VGD), গ্রাটিসাস রিলিফ (GR) ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ২৪.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে ২২.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (আর্থিক খাতে ১৫.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ৭.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩২.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক (Monetised) খাতে ১৩.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক (Non-monetised) খাতে ৫.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন, সর্বমোট ১৯.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন; যা ২০২০-২১ অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ২১.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

নিরাপদ খাদ্য

দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়, যা ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর ০২ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একটি কেন্দ্রিয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকরি অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্যের ভেজাল রোধে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা, খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগতমান পরীক্ষণ, রেস্তোরাঁর গ্রেডিং ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৯০০টি খাদ্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিক্ষীত নমুনার মধ্যে ৫৩৩টি মানসম্মত, ৬২টি মানসম্মত নয় বলে সরকার ঘোষিত স্বীকৃত ল্যাব কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রয়ারি পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে ১১২টি, জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৪,১৩৫টি এবং নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক ৮,৪৫৫টি অর্থাৎ সর্বমোট ১২,৭০২টি খাদ্য-স্থাপনা (হোটেল/রেস্তোরাঁ, মিষ্টি ও কনফেকশনারি, বেকারি এবং অন্যান্য) সরেজমিনে পরিদর্শন করে তাদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩৩টি হোটেল-রেস্তোরাঁ/খাদ্য স্থাপনাকে গ্রেডিং এবং ২২টি হোটেল-রেস্তোরাঁ/খাদ্য স্থাপনাকে রিগ্রেডিং করে স্টিকার প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১১০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১০১ জনকে দায়ী করে ১০৫টি মামলা দায়ের ও ১.৪০ কোটি টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হয়েছে। সেইসাথে হোটেল/রেস্তোরাঁর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সেবার মান উন্নয়নে ২,১০০ জন খাদ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মুজিববর্ষে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জুলাই-ফেব্রয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ৪৪৩টি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল/কলেজ) ১৩০টি সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে প্রায় ২৮,৬৫০ অংশীজনকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫ম জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের সকল জেলায় অংশীজনদের নিয়ে খাদ্যের নিরাপত্তা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উন্নতমানের বীজ অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। মানসম্পন্ন বীজ এককভাবে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানসম্মত বীজ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানও হাইব্রিড ধান, ভূট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু

বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৮৬টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ৮৬টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষির সংখ্যা বর্তমানে ৯৮,৬৯৩ জন। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ২,১৬,৪৩৪ একর। বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রায় ১,৫৭,৬৭৭ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১৯-২০ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.২ঃ বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০১৯-২০		২০২০-২০২১		২০২১-২২	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন (লক্ষ্যমাত্রা)	বিতরণ*
ধান বীজ	৮৪২৮২	৮৮৫২০	৯৩৩৬৪	৮৬২৬৬	৯৭৪৪৬	৮২২৯২
গম বীজ	১৪৯২২	১২০৫৩	১৬২২৮	১৪৭৬২	১৫৯২৫	১২১৫৩
ভুট্টাবীজ	৮২	৫৫	৫২	৫৫৬	৮০	২২
আলু বীজ	৩৩৫৩৭	৩৩৪৯৬	৩৫১৪৮	৩২৪৭৬	৩৮৭২১	২৩৭৭৭
ডাল বীজ	২০৬৯	২১১৮	১৮০৭	২০২৯	১৯৮৪	১৪৯০
তৈল বীজ	১৭২৪	১৫১৯	১৪২৭	১৬২১	১৮১৭	১২৩৬
পাট বীজ	৮২৬	৭৯৩	৭৩৬	৫৯২	১৩২০	২২৩
সবজি বীজ	৯০	৯৮	৮৮	১০২	১২৯	৬০
মসলা বীজ	২০৫	১৭৮	১৫৪	১৫৮	২৫৫	৩৪৫
সর্বমোট	**১৩৭৭৩৭**	**১৩৮৮২৯**	**১৪৯০০৪**	**১৩৮৫৭২**	**১৫৭৬৭৭**	**১২১৫৯৮**

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

সার

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এসব উচ্চফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈব সারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ফসল উৎপাদনের জন্য দিন দিন রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কৃষিতে এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহৃত হয়েছে ৫৬.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২১.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৩ ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

(হাজার মেট্রিক টন)

বছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএস	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০১৪-১৫	২৬৩৮.০০	৭২২.০০	৫৯৭.০০	০	২৭.০০	৬৪০.০০	৬.২২	১২২.০০	৩৯.০০	০.০০	৪৭৯১.২২
২০১৫-১৬	২২৯১.০০	৭৩০.০০	৬৫৮.০০	০	৩৯.৫৯	৭২৭.০০	৯.৯৬	২২৯.৪২	৫৩.৪৩	০.০০	৪৭৩৮.৪০
২০১৬-১৭	২৩৬৬.০০	৭৪০.০০	৬০৯.০০	০	৪০.০০	৭৮১.০০	১০.০০	৩২৩.৩০	৫৭.৪৭	০.০০	৪৯২৬.৭৭
২০১৭-১৮	২৪২৭.৪৬	৭০৬.৬২	৬৮৯.৯০	০	৫০.০০	৭৮৯.৪৭	১০.০০	২৫০.০০	৮০.০০	৯০.০০	৫০৯৩.৪৫
২০১৮-১৯	২৫৯৪.০০	৭৮১.০০	৭৬৩.০০	০	৫০.০০	৭২৪.০০	১০.০০	২৮৫.০০	৯৫.০০	১২০.০০	৫৪২২.০০
২০১৯-২০	২৫০৫.০০	৬৬০.০০	৯৫৩.০০	০	৪২.০০	৭১৫.০০	৬.০০	৩৬০.০০	১১৫.০০	১০১.০০	৫৪৫৭.০০
২০২০-২১	২৪৬৩.০০	৫২৩.০০	১৪২৪.০০	০	৪০.০০	৭৯৮.০০	৪.০০	৫৫০.০০	১৪১.০০	১৩০.০০	৬০৭৩.০০
২০২১-২২*	২১৫৮.০০	৬০৯.০০	১৪৪২.০০	০	২৭.২০	৭৫৭.০০	৪.৩০	৪৫৫.৮০	১১৭.৫০	১২০.৭০	৫৬৯১.৫০

সূত্র: এফএমএম, কৃষি মন্ত্রণালয় * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

সেচ ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসল উৎপাদন নিবিড়তা, বহুমুখীকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। দক্ষ ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম/হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিঁরিবাঁধ নির্মাণ এবং সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১টি অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব অটো ওয়াটার রেকর্ডারের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ব্যবহার করে ইতোমধ্যে Groundwater Zoning Map তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের কোথায় কোন ধরনের সেচযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই নিরূপন করা সম্ভব হবে। এছাড়া স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের সেচ চার্জ আদায় সহজতর হয়েছে এবং কৃষক সঠিক সময়ে ও পরিমাণ মতো ফসলে সেচ দিতে সমর্থ হচ্ছে। বিএডিসি কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি তথা সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় ২৯০টি সৌরচালিত সেচ পাম্প ও ১০১টি সৌর বিদ্যুৎচালিত ডাগওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া এলাকাভিত্তিক এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে ১৫টি সেচ প্রকল্প ও ০৫টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৭১২ কি. মি. খাল/নালা পুনঃখনন, ৬৫০টি সেচ অবকাঠামো, ০২টি রাবার ড্যাম, ৮২০ কি.মি. ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ সেচনালা, ৩৫২টি শক্তিচালিত পাম্প, ৫০৫টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, ১৬০টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ২০ কি.মি. ফসল রক্ষা বাঁধ, ০৫টি স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৫৫টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও ২০,০০০ মিটার ফিতা পাইপ সরবরাহ করার সংস্থান রয়েছে যা জুন, ২০২২ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলাতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) আউশ, আমন ও রবি মৌসুমে ১৪,১২০টি গভীর নলকূপ এবং ৩৮৯টি এলএলপি ব্যবহার করে প্রায় ৩.৯০ লক্ষ হেক্টর জমিতে নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রদান করা হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩,৪৪৩টি পুকুর, ৯টি দীঘি ও ২,০৯৩ কিঃমিঃ খাস খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৭৪৯টি পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ৯৭,৭০০ হেক্টরেরও অধিক আয়তনের জমিতে সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদ্মা, মহানন্দা ও আত্রাই নদীতে মোট ১১টি পন্টুন স্থাপন করে নদী হতে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন ও খাল/পুকুরে স্থানান্তর করে খাল, পুকুর এবং নদীর পাড়ে সর্বমোট ৫১৯টি লো লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন করে ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে পার্শ্ববর্তী প্রায় ১৫,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলের যে সকল এলাকায় কোন সেচযন্ত্র কার্যকর নয়, সেসব এলাকায় মোট ৬০৪টি পাতকূয়া খনন করে মাটির নীচের চুয়ানো পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ৫৭৮টি পাতকূয়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন করে পরিবেশবান্ধব প্রায় ২,৩০০ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনপূর্বক সেচযন্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ১,১৫০ হেক্টর জমিতে স্বল্পসেচের ফসল চাষ এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সেচের আওতাধীন এলাকা ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ ছিল ৫৪.৯০ লক্ষ হেক্টর, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬.৫৪ লক্ষ হেক্টরে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন এলাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৬.৫৮ লক্ষ হেক্টর। নিম্নে ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সেচকৃত জমির পরিমাণ তুলে ধরা হলোঃ

৭.৪ঃ সেচকৃত জমির আয়তন

(লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২* লক্ষ্যমাত্রা
এলএলপি ও অন্যান্য	১৩.৪২	১১.৮৮	১২.২১	১২.৪৮	১২.৭০	১২.৮৭	১২.৮৮
গভীর নলকুপ	১১.৯৪	১০.৬৩	১০.৭২	১০.৭৬	১০.৮৪	১০.৮৫	১০.৮৫
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	২৯.৫৪	৩০.৭৯	২৯.৮২	২৯.৯৪	৩০.০১	৩০.০৬	৩০.০৮
অন্যান্য	-	১.৯৭	২.৮২	২.৬৯	২.৭২	২.৭৬	২.৭৭
মোট সেচ	**৫৪.৯০**	**৫৫.২৭**	**৫৫.৫৭**	**৫৫.৮৭**	**৫৬.২৭**	**৫৬.৫৪**	**৫৬.৫৮**

উৎসঃ ডিএই, বিএডিসি, বিএমডিএ, কৃষি মন্ত্রণালয়। * লক্ষ্যমাত্রা।

পাট ফসলের উৎপাদন

সারা বিশ্বজুড়ে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কৃত্রিম তন্তুর ক্ষতিকর প্রভাব হতে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে পাটের চাহিদা এবং বাজারমূল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের মোট রপ্তানী আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ আসে পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে। সুতরাং এদেশের কৃষি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পাট খাতের অবদান অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর তত্ত্বাবধানে বিশ্বে সর্বপ্রথম ২০১০ সালে তোষা পাট এবং ২০১৩ সালে দেশী পাটের 'জিনোম সিক্যুয়েন্স' উন্মোচিত হয়েছে। ইতোমধ্যে পাটের জিনোম তথ্য কাজে লাগিয়ে তোষা পাটের ২টি উচ্চ ফলনশীল অগ্রবর্তী প্রজনন সারি (Advanced breeding line) রবি-১, রবি-২ এবং দেশী পাটের ২টি উচ্চ ফলনশীল অগ্রবর্তী প্রজনন সারি শশী-১, শশী-২ উদ্ভাবন করা হয়েছে। তন্মধ্যে তোষা পাটের ১টি উচ্চ ফলনশীল অগ্রবর্তী প্রজনন সারি (রবি-১) জাত হিসাবে বিজেআরআই তোষা পাট-৮ নামে ২০১৯ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতটি কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিএই-এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪,০০০ টি প্রদর্শণী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। এর সুফল পাট বীজের আমদানি নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমিয়ে আনবে। তাছাড়া সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০' প্রবর্তন করা হয়েছে এবং উক্ত আইনবলে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৭টি পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত আইন এবং বিধিমালা কার্যকরের জন্য বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহন করার ফলে দেশে এবং বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাটের জমি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি বছরগুলোতে কাঁচা পাটের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক পর্যায়ে পাট চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৪৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করে ৮২.৭৭ লক্ষ বেল পাট আঁশ উৎপাদিত হয়েছে।

কৃষি ঋণ

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করে বিগত অর্থবছরসমূহের ন্যায় চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ২৬,২৯২.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ২৫,৫১১.৩৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.০৩ শতাংশ। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২৮,৩৯১.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট ১৯,৫৩০.২৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৮.৭৯ শতাংশ। বিগত অর্থবছরসমূহের ধারাবাহিকতায় দেশে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেওয়া হলোঃ

সারণি ৭.৫ঃ বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০১৪-১৫	১৫৫৫০.০০	১৫৯৭৮.৪৬	১৫৪০৬.৯৬	৩২৯৩৬.৮০
২০১৫-১৬	১৬৪০০.০০	১৭৬৪৬.৩৯	১৭০৫৬.৪৩	৩৪৪৭৭.৩৭
২০১৬-১৭	১৭৫৫০.০০	২০৯৯৮.৭০	১৮৮৪১.১৬	৩৯০৪৭.৫৭
২০১৭-১৮	২০৪০০.০০	২১৩৯৩.৫৫	২১৫০৩.১২	৪০৬০১.১১
২০১৮-১৯	২১৮০০.০০	২৩৬১৬.২৫	২৩৭৩৪.৩২	৪২৯৭৪.২৩
২০১৯-২০	২৪১২৪.০০	২২৭৪৯.০৩	২১২৪৫.২৪	৪৫৫৯২.৮৬
২০২০-২১	২৬২৯২.০০	২৫৫১১.৩৫	২৭১২৩.৯০	৪৫৯৩৯.৮০
২০২১-২২*	২৮৩৯১.০০	১৯৫৩০.২৫	১৭৫৯৭.৬৮	৪৮৮৩৪.৮০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত

উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি

কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমূখী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এসব বিবেচনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াধীন আছে সেগুলো হলো:

- হাওর অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিতকরণ।
- ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং রির্চাজ ওয়েলের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমৃদ্ধকরণ।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং সৌরশক্তিতে পরিচালিত পাতকূয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ সুবিধা সম্প্রসারণ।
- কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার ও সারসহ অন্যান্য কৃষি-উপকরণের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতনকরণ।
- দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) প্রতিষ্ঠা ও এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ত ও অধিক তাপমাত্রাসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন।
- ক্রপ জোনিং এর মাধ্যমে কোন্ ফসলের জন্য কোন এলাকাটি উপযুক্ত তা নির্ধারণ।
- কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- কৃষি খাতে মৌসুমী শ্রমিকের ঘাটতি মোকাবেলায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।
- বীজের সংকট দুর করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকের হাতে উন্নত বীজ সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ হিমাগার স্থাপন।
- দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় মানসম্পন্ন বীজের ঘাটতি মোকাবেলায় পটুয়াখালীর দশমিনায় বীজবর্ধন খামার ও নোয়াখালীর সুবর্ণচরে ডাল ও তৈল বীজবর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন।

- কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ।
- ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষিতথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন।
- কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষি সেবার উন্নয়ন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য Online Fertiliser Recommendation Software, Bangladesh Rice Knowledge Bank ইত্যাদি।
- কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়ে ০১টি কৃষি কল সেন্টার স্থাপন।
- জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভূক্তকরণ এবং হাট-বাজারের বাজারদর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dam.gov.bd-তে প্রচার এবং পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ।
- বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর কল সেন্টারসমূহে যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আমদানীকৃত বীজের রোগ-বালাই পরীক্ষার জন্য Post-Entry Quarantine Centre স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- শস্য সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতি কমানোর কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বালাইমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয়করণ এবং মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক গবেষণা, পাট চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ ও রিবন রেটিং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, পাট ও পাট জাতীয় ফসলের লবণাক্ততা এবং অন্যান্য প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানী তেল/ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম গ্রহণ।
- কৃষিখাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় ও রোগবালাই চিহ্নিতকরণ ও তাদের আক্রমণমাত্রা নিরুপণ।
- সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ।
- কফি ও কাজুবাদাম জাতীয় ফসল উৎপাদন।
- অনাবাদি পতিত জমি চাষের আওতায় আনার লক্ষ্যে বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি/ফল উৎপাদনের জন্য পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য খাতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ২.০৮ শতাংশ এবং সার্বিক কৃষি খাতে মৎস্য খাতের অবদান ২১.৮৩ শতাংশ। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ, পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে। প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য মান-নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। গ্রামীণ মৎস্যচাষি, জেলে ও মৎস্যজীবীদের তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

মৎস্য খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের মোট উৎপাদনের (৩০.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন) চেয়ে ৫০.৯১ শতাংশ বেশি। আরও উল্লেখ্য, ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ৩৮ বছরের ব্যবধানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ছয় গুণের অধিক। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture ২০২০ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান ধরে রেখে বিগত ১০ বছরের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান ধরে রেখেছে। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

সম্প্রতি করোনা সংকটে সরবরাহ জটিলতা ও বাজারজাতকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এ সময় ভ্রাম্যমাণ মাছ বিক্রয় কেন্দ্র/গ্রোথ সেন্টারের মাধ্যমে মাছ বিক্রয়, অনলাইনে মাছ বাজারজাতকরণ, মৎস্যচাষিদের মাছ বাজারজাতকরণ গতিশীল করতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে ত্রাণ সামগ্রীর সাথে মাছ বিতরণ করা হয়। কোভিডকালীন কৃষিখাতে সংকট মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত ৫,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনার মধ্যে মৎস্য খাতে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ৬,৪৩৮ জন মৎস্যচাষিকে ১৫৩.৭২ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। সারণি ৭.৬ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
১. অভ্যন্তরীণঃ									
(ক) মুক্ত জলাশয়									
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৭৫	১.৭৮	২.৭২	৩.২১	৩.২৫	৩.২৯	৩.৩৭	৩.৫০
সুন্দরবন	১.৭৮	০.১৮	০.১৭	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.২১	০.২২	০.১৯
বিল	১.১৪	০.৯৩	০.৯৫	০.৯৮	০.৯৯	২.০০	১.০০	১.০৫	১.০৮
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৮	০.১০	০.১০	০.১০	০.১১	০.১৩	০.১২	১.১১
প্লাবনভূমি	২৬.৯৩	৭.৩০	৭.৪৮	৭.৬৬	৭.৬৯	৭.৮২	৭.৭৩	৮.২৫	৮.২০
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৩৯.০৮**	**১০.২৪**	**১০.৫**	**১১.৬৪**	**১২.১৭**	**১২.৩৬**	**১২.৪৯**	**১৩.০১**	**১৩.০৮**
(খ) চাষকৃত									
পুকুর	৩.৭৭	১৬.১৩	১৭.২০	১৮.৩৩	১৯.০০	১৯.৭৫	২০.৪৬	২০.৯১	২১.০৫
বাওড়	০.০৫৫	০.০৭	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.১	০.১১	২.২৭	২.৩৩
অর্ধ আবদ্ধ	১.৩৩	২.০১	২.০৮	২.১৬	২.১৬	২.১৭	২.২৬	০.১১	০.১১
চিংড়ি খামার	২.৭৫৬	২.২৪	২.৪০	২.৪৭	২.৫৪	২.৫৮	২.৭	২.৭৯	২.৭৮
পেন কালচার	০.৮৩৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১১	০.১২	০.১৩	০.১৪	০.১১
কেজ কালচার	০.০০১	০.০২	০.০২	০.০২	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৫	০.০৪
কাঁকড়া			০.১৩	০.১৪	০.১২	০.১২	০.১৩	০.১২	০.১৩
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৮.৭৫**	**২০.৬০**	**২২.০৪**	**২৩.৩৩**	**২৪.০৫**	**২৪.৮৮**	**২৫.৮৩**	**২৬.৩৯**	**২৬.৫৫**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.৮৩**	**৩০.৮৪**	**৩২.৫২**	**৩৪.৯৭**	**৩৬.২২**	**৩৭.২৪**	**৩৮.৩২**	**৩৯.৪০**	**৩৯.৬৩**
২. **সামুদ্রিকঃ**									
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৮৫	১.০৫	১.০৮	১.২	১.০৭	১.১৫	১.১৯	১.২৯
(খ) আর্টিসেন্যাল		৫.১৫	৫.২১	৫.২৯	৫.৩৫	৫.৫৩	৫.৫৬	৫.৬২	৫.৭২
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৬.০০**	**৬.২৬**	**৬.৩৭**	**৬.৫৫**	**৬.৬০**	**৬.৭১**	**৬.৮১**	**৭.০১**
সর্বমোট	**৪৭.৮৩**	**৩৬.৮৪**	**৩৮.৭৮**	**৪১.৩৪**	**৪২.৭৭**	**৪৩.৮৪**	**৪৫.০৩**	**৪৬.২১**	**৪৬.৬৪**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, *প্রক্ষেপিত।

লেখচিত্র ৭.২: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

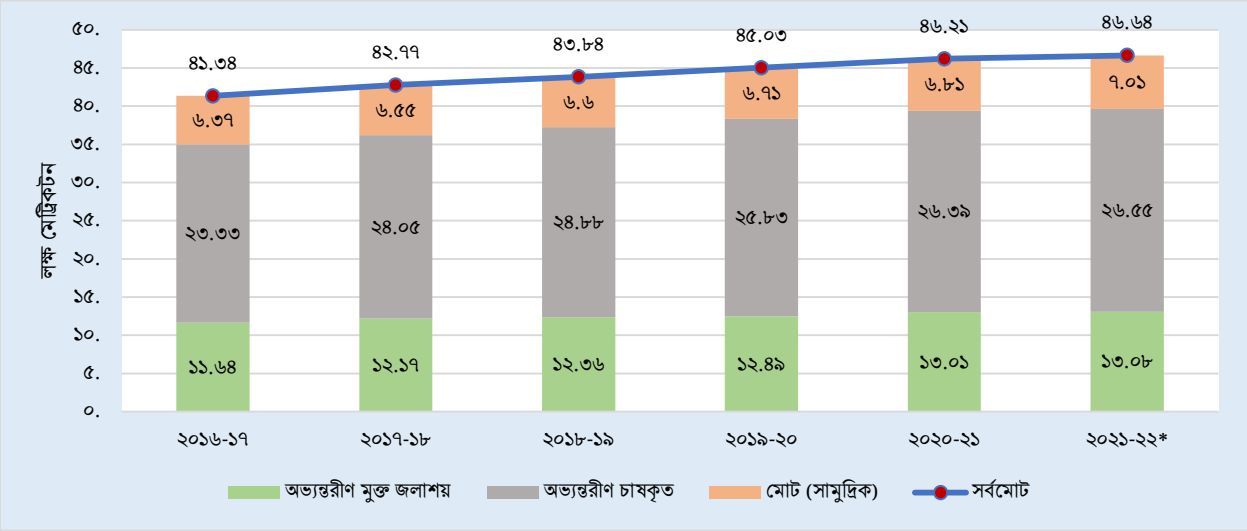

*প্রক্ষেপিত

মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন

বর্তমানে মৎস্য চাষে মোট চাহিদার প্রায় শতভাগ পূরণ করছে হ্যাচারি উৎপাদিত রেনু/পোনা। তবে অন্তঃপ্রজনন সমস্যার কারণে হ্যাচারি থেকে গুণগত মানসম্পন্ন পোনাপ্রাপ্তি অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে পড়ে। এ সমস্যা দূর করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা প্রতিপালন করে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করে পোনার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৪৩টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ১,০৫৫টি খামার পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৭ ঃ মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০১২	১২৫	৯০২	৯.০৭	৬২৬.৫২	৬৩৫.৫৯	২.১৪	৮২২.৬২	৮২৪.৭৬
২০১৩	১৩৪	৮৮৭	৯.০৪	৪৭৭.৩৪	৪৫৯.১১	১.৩৫	৯০০.১৫	৯০১.৫০
২০১৪	১৩৬	৮৯৩	৯.৮৭	৪৯২.৪৭	৫০২.৩৪	২.৩৪	১০২৮.৩৩	১০৩২.৬১
২০১৫	১৩৬	৮৫৭	১০.৪৬	৭০৫.১৯	৭১৫.৬৫	২.৫৯	৮২৮.০২	৮৩০.৬১
২০১৬	১৩৭	৮৯৯	১১.১৮	৬৬৮.২০	৬৭৯.৩৮	২.৭৮	৮২৮.৪৭	৮৩১.২৫
২০১৭	১৩৮	৮৭২	১২.৪৯	৬৭০.০৯	৬৮২.৫৮	২.৫২	৮৭৯.১২	৮৮১.৬৪
২০১৮	১৪৩	৯৮৫	১২.০৬	৭৬৭.১৬	৭৭৯.২২	২.৭৭	৮২২.৩৬	৮২৫.১৩
২০১৯	১৪৩	১০৩৮	১২.৫৮	৭৩৪.৪৩	৭৪৭.০১	৩.৩৮	৮২১.১৬	৮২৪.৫৪
২০২০	১৪৩	১০৬৮	১৪.৯২	৯৭২.৯১	৯৮৭.৮৩	৪.৩১	৯৫৭.২৬	৯৬১.৫৭

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

ইলিশ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১২.২২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ; বাংলাদেশ ইলিশ শীর্ষক ভৌগলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে

বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে পরিচিত। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে সরকার নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

- Hilsha Fisheries Management Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- বঙ্গোপসাগরের ৭,০০০ বর্গ কিমি ইলিশের প্রধান প্রজনন এলাকা চিহ্নিতকরণ
- পদ্মা, মেঘনার উর্ধ্বাঞ্চল ও নিম্ন অববাহিকায়, কালাবদর, আন্ধারমানিক ও তেঁতুলিয়াসহ অন্যান্য উপকূলীয় নদীতে মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ
- নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন ৩,১৮৮ বর্গ কিমি এলাকা মেরিন রিজার্ভ ঘোষণা
- ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণের ওপর ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ
- জাটকা সংরক্ষনের নিমিত্ত জাটকা আহরণের ওপর ৮ মাস (নভেম্বর-জুন) নিষেধাজ্ঞা আরোপ
- বঙ্গোপসাগরে সব ধরনের মাছ আহরণের ওপর ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ
- ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের (Alternative Income Generation) মাধ্যমে ইলিশ জেলেদের জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।

উল্লিখিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সম্মিলিত অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ জাটকা সংরক্ষণ, ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ও আকার আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন হয়েছে ৫.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন; যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদনের (৩.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন) চেয়ে ৬৬.১৭ শতাংশ বেশি। সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন চার মাসে জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩.৭৪ লক্ষ জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ৫৬,২২৪.৮৮ মেট্রিক টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে ২০২১ সালে ৫.৫৬ লক্ষ জেলে পরিবারকে ২০ কেজি হারে মোট ১১,১১৮.৮৮ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মাছ আহরণে অবৈধ জালের অপব্যবহার নির্মূল করতে ২০২২ সালে ১৭টি জেলায় (বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, নোয়াখালী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও মুন্সীগঞ্জ) বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের সুযোগকে সঠিকভাবে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী সামুদ্রিক উন্নয়নের কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠুব্যবস্থাপনা, আহরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) বিকাশ সাধনে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০' প্রণীত হয়েছে। এছাড়া 'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২১' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর সহায়তায় বাস্তবায়িত Support to countries to address Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় IUU Fishing রোধে National Plan of Action (NPOA) প্রণয়ন করা হয়েছে।

গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর. ভি মীন সন্ধানী' এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩৫টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। হাতিয়া উপজেলাধীন নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় ৩,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা MPA (Marine Protected Area) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কক্সবাজারের কলাতলীতে কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলা, টেকনাফ, মহেশখালী ও উখিয়া উপজেলার ০.৮ হেক্টর উপকূলীয় এলাকায় সি-উইড ও ওয়েস্টার কালচার

পাইলটিং করা হচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র অর্থনীতিতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চীনসহ বিশ্বের ৫২টি দেশে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। সর্বাধিক রপ্তানিকৃত ১০টি দেশ হচ্ছে: নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, জার্মানি, ইউকে, চীন, ভারত, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান ও রাশিয়া। নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের শীর্ষ আমদানিকারক দেশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৬,৫৯১.৬৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রায় ৪,০৮৮.৯৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, আত্মকর্মসংস্থান সৃজন এবং সর্বোপরি, দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্থিরমূল্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৯০ শতাংশ এবং সার্বিক কৃষি খাতে প্রাণিসম্পদের অবদান ১৬.৫২ শতাংশ। দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে এ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমূখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা উৎপাদন ও বিতরণ, গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা সেবা প্রদান ও রোগ নির্ণয়, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রভৃতি এ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। ২০২০-২১ অর্থবছরের দেশে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৬৩.৩০ লক্ষ এবং ৩,৬৫৮.৫০ লক্ষ। সারণি ৭.৮-এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৮ ঃ প্রাণি ও পাখির সংখ্যা

(লক্ষ)

প্রাণি/পাখি	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
গরু	২৩৪.৮৮	২৩৬.৩৬	২৩৭.৩৫	২৩৯.৩৫	২৪০.৮৬	২৪২.৩৮	২৪৩.৯১	২৪৫.৫০
মহিষ	১৪.৫৭	১৪.৬৪	১৪.৭১	১৪.৭৮	১৪.৮৫	১৪.৯২	১৪.৯৩	১৫.০১
ছাগল	২৫৪.৩৯	২৫৬.০২	২৫৭.৬৬	২৫৯.৩১	২৬১.০০	২৬২.৬৭	২৬৪.৩৫	২৬৬.০০
ভেড়া	৩২.০৬	৩২.৭০	৩৩.৩৫	৩৪.০১	৩৪.৬৮	৩৫.৩৭	৩৬.০৭	৩৬.৮০
মোট গবাদিপ্রাণি	**৫৩৫.৯০**	**৫৩৯.৭২**	**৫৪৩.৫৭**	**৫৪৭.৪৫**	**৫৫১.৩৯**	**৫৫৫.৩৪**	**৫৫৯.২৬**	**৫৬৩.৩০**
মোরগ মুরগি	২৫৫৩.১১	২৬১৭.৭০	২৬৮৩.৯৩	২৭৫১.৮০	২৮২১.৪৫	২৮৯২.৮৩	২৯৬৬.০২	৩০৪১.১০
হাঁস	৪৮৮.৬১	৫০৫.২২	৫২২.৪০	৫৪০.১৬	৫৫৮.৫৩	৫৭৭.৫২	৫৯৭.১৬	৬১৭.৫০
মোট হাঁস - মুরগি	**৩০৪১.৭২**	**৩১২২.৯৩**	**৩২০৬.৩৩**	**৩২৯২.০০**	**৩৩৭৯.৯৮**	**৩৪৭০.৩৫**	**৩৫৬৩.১৮**	**৩৬৫৮.৫০**

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ, মাংস (গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু দুধ, মাংস এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১৯৩.৩৮ মিলি/দিন, ১৩৬.১৮ গ্রাম/দিন ও ১২১.১৮টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২২) পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৯-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৯ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন							
		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২ *
দুধ	লক্ষ মেট্রিক টন	৬৯.৭০	৭২.৭৫	৯২.৮৩	৯৪.০৬	৯৯.২৩	১০৬.৮০	১১৯.৮৫	৯৪.৬২
মাংস	লক্ষ মেট্রিক টন	৫৮.৬০	৬১.৫২	৭১.৫৪	৭২.৬০	৭৫.১৪	৭৬.৭৪	৮৪.৪০	৭০.৯৯
ডিম	কোটি	১০৯৯৫২	১১৯১.২৪	১৪৯৩.৩১	১৫৫২.০০	১৭১১.০০	১৭৩৬.০০	২০৫৭.৬৪	১৫৭৮.৬৭

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

গবাদিপ্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

গবাদিপ্রাণির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ১৫,৩৮৯টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করে হচ্ছে। বিগত এক দশকে কৃত্রিম প্রজনন কভারেজ ২৮ শতাংশ থেকে ৫৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে যথাক্রমে ১৪২.৫৮ শতাংশ, ১৫১.৪৯ শতাংশ ও ২২৭.৫০ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃত্রিম প্রজননের জন্য সিমেন উৎপাদন করা হয়েছে ৯৫.৪১ লক্ষ ডোজ এবং গাভীর কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে ৯০.৬৪ লক্ষ। উক্ত সময়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ৩৫.৩৭ লক্ষ সংকর জাতের বাছুরের জন্ম হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৬৪.৮৫ লক্ষ ডোজ সিমেন উৎপাদন করা হয়েছে এবং ৬১.৫৪ লক্ষ গবাদিপ্রাণিকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে। এই সময়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ২২.৮৬ লক্ষ সংকর জাতের বাছুরের জন্ম হয়েছে।

প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে সরকারি পর্যায়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩১.১৬ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অধিকন্তু জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ও ফিল্ড ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাব আধুনিকায়নসহ ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০.৯৩ কোটি গবাদিপ্রাণি-পাখি ও ৫৩,১২৭টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা সেবা এবং ৯,২৮২টি ডিজিজ সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

কৃষি খাতের সার্বিক বাজেট

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করছে। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) কালীন দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২৪,৩৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়, যা মোট বাজেটের ৪.০৩ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ৯,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৫,৮০৯.৫৮ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা, এর মধ্যে ছাড় করা হয়েছে ২৯৯.৩০ কোটি টাকা। বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা।

কৃষির আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রধান মৌসুমসমূহে শ্রমিক সংকট সমাধানসহ সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ বাবদ ৩,২২০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে ৫,০০০ কোটি টাকার একটি কৃষি রিফাইন্যান্স স্কিম গঠন করা হয়। এর আওতায় এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ৩,৯৩৬ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত ৩,০০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন স্কিমের এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ১,৭৭২ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষির উন্নয়নের জন্য স্বাভাবিক ভর্তুকির অতিরিক্ত হিসেবে কৃষিজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা ও কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চালিত সেচযন্ত্রের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান করা হচ্ছে।